৩০ ২৪-০৭-০৮

নারী

নারীর অবস্থান

ইয়াসমিন আরা লেখা

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীর যে বর্তমান অবস্থান তার সূতিকাগার হলো পরিবার। অর্থাৎ পরিবারই প্রথম তাকে মানব সত্তার পরিবর্তে নারী সত্তা হিসাবে চিহ্নিত করে। সর্বংসহা ধরিত্রী হিসাবে তাকে ধৈর্য ও ত্যাগের প্রতীক করে গড়ে তোলা হয়। গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের নারীদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়। শৈশব থেকে কৈশোরে পা না দিতেই তাকে ধর্মীয় অনুশাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ করে পর্দা প্রথা অনুসরণ করতে বাধ্য করা হয়। একই ধারাবাহিকতায় শারীরিক ও মানসিকভাবে পরিপক্ব না হওয়া সত্ত্বেও তাদের অল্প বয়সে বিয়ে দেয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বামীর সাথে তাদের বয়সের পার্থক্য বেশি থাকে। যেহেতু অপরিণত বয়সে তাদের বিয়ের পিড়িতে বসতে হয় কাজেই স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ ও অপেক্ষা কোনটিই থাকে না। এ সব কিশোরী নারী শারীরিক ও মানসিকভাবে পরিণত না হয়েই অপুষ্ট সন্তানের জন্ম দেয়। বংশ রক্ষার তাগিদে পুত্র সন্তানের আশায় একের পর এক সন্তান জন্ম দিয়ে তারা শারীরিকভাবে নিজেদের নিঃশেষ করতে বাধ্য হয়। উপরন্তু এ সব সন্তানকে লালন পালন ও মানুষ করতে গিয়ে তারা সীমাহীন প্রতিকূলতাকে জীবনের সহচর করে তোলে। শারীরিক ও মানসিকভাবে অপরিণত একজন কিশোরী স্বামী, সন্তান ও পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের এসব কর্মকাণ্ডের মর্যাদা দেয়া বা তাদের দিকে সহানুভূতিমূলক দৃষ্টি দেয়ার দায়িত্ব পিতা, স্বামী, সন্তান, সমাজ কেউই গ্রহণ করে না।

আমাদের সমাজে অর্থনৈতিক উপার্জনের যাবতীয় উপকরণ পুরুষের হাতে ন্যস্ত থাকে। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে একই পিতা-মাতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও বোন ভাইয়ের প্রাপ্ত সম্পত্তির তুলনায় অর্ধেক এবং স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির মাত্র এক অষ্টমাংশ পেয়ে থাকে। কিন্তু সামাজিক বৈষম্যের কারণে এই আইনও যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় না। তাই বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত হলে নারীকে পিতা বা স্বামীর পরিবারের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকতে হয়। শিক্ষিত আত্মনির্ভরশীল না হতে পারার জন্যে নারীদের প্রতিনিয়ত যৌতুকের বলি হতে হয়। উন্নত বিশ্বে স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নির্যাতিত হলে নারী রুখে দাঁড়াতে পারে বা সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা হয় না। কারণ এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নারীর দায়িত্ব নিয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের সমাজে উল্টো চিত্র থাকায় নারীরা নির্যাতিত হয়েও অসম্মান নিয়ে সংসার টিকিয়ে রাখার প্রাণান্ত চেষ্টা করে যায়।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে বলা হয়েছে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিলে সমান অধিকারের কথা বলা থাকলেও বাস্তবতা ভিন্ন। এদেশের নারী সমাজ পশ্চাৎপদ, উপেক্ষিত এবং জীবনের সব ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় কম অধিকার পেয়ে থাকে। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, আয় মজুরি প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীর অবস্থান পুরুষ থেকে অনেক নিচে।

ঘরের বাইরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা থাকলেও নারী সন্তান পালনসহ নিজ গৃহের যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করেন। সেইসাথে সূচিকর্ম, হাঁস-মুরগী, গবাদিপশু পালন, সবজি চাষ, ধান মাড়াই প্রভৃতি কাজে দিনান্ত পরিশ্রম করেন। এ সব কর্মকাণ্ড থেকে প্রাপ্ত উপার্জনকে নারীর উপার্জন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় না। নারীদের চাকরি ও কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে পুরুষরা অনেক সময় বিরূপ ও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। তারা মনে করেন পরিবারে নারী স্বাবলম্বী হলে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষের কর্তৃত্ব লোপ পাবে। তাই অধিকাংশ পিতা ও স্বামী তাদের মেয়ে ও স্ত্রীকে চাকরিতে নিরুৎসাহিত করেন। তাছাড়া শিক্ষিত মহিলাদের চাকরির পরিসরও পুরুষদের মত পরিব্যাপ্ত নয়। সকারের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়েও মহিলাদের তেমন কোন কর্তৃত্ব নেই।

যদিও বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক নারী, কিন্তু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায় থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত নাজুক। এর জন্যে পুরুষের ভূমিকা পাশাপাশি সরকারি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ধীরগতি ও নারীর অসচেতনতাও অনেকাংশে দায়ী। নির্বাচনী আচরণের ওপর এক গবেষণায় দেখা গেছে শহরের অভিজাত এলাকার নারীদের মধ্যে শতকরা ৮ জন এবং গ্রামীণ নিম্নবৃত্ত পরিবারের শতকরা ৩৪ জন নারী নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। শহরের অভিজাত এবং গ্রামের ঐতিহ্যবাহী পরিবারের যে সব নারী ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন তাদের শতকরা ৬৫ জন সচেতন রাজনৈতিক অভিপ্রায় ও বিবেচনা অনুযায়ী ভোট প্রয়োগ করেন। বাকী ৩৪ জন ভোট দেন আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব অথবা স্বামী, পিতা বা ভাইয়ের ইচ্ছায়। এর পাশাপাশি শহর ও গ্রামের নিম্নবিত্ত পরিবারের শতকরা ১২ জন নারী নিজ ইচ্ছা বা বিবেচনা অনুযায়ী ভোট দেন। সমাজের এ স্তর থেকে শতকরা ৮৮ জন ভোট প্রদান করেন স্বামী বা পিতার ইচ্ছা ও নির্দেশে।

[লেখক: ডীন, স্কুল অব এডুকেশন, উত্তরা ইউনিভার্সিটি]